তারিখ ...30 JAN 1991 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই

মনে পড়ে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ১৯৭০ সালের কোন এক সময়ে ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের এক অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন– ''আমি এমন এক দুর্ভাগা দেশে জন্ম নিয়েছি, যে দেশের হতভাগা নারীরা গাছের শুকনো ও ঝরাপাতা কুড়িয়ে ভাত রাধে আর দুঃখী মানুষেরা ক্ষুধার জ্বালায় আবর্জনার স্তূপে এক টুকরো রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে কুকুরের সাথে। এটা সত্যি আমার জন্ম ও ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।''

স্বাধীনতার উনিশ বছর পরে একজন মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী হয়ে দেশবাসী বিশেষতঃ শিক্ষিত ও সচেতন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লিখছি– যে মহান ব্যক্তি সারাটা জীবন জেলজুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করে বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেও সবশেষে জাতির ভালবাসা ও অর্থনৈতিক মুক্তির ঋণ শোধ করে গেলেন রক্ত দিয়ে, সেই মহান নায়কের প্রতি আমরা করছি উপহাস। বিকৃত করা হচ্ছে তার ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস।

ঢাকা শহরের প্রথম শ্রেণীর কোন একটি স্কুলের পাঠ্যবই জনাব আলহাজ্জ মোহাম্মদ হারুনর রশীদ এবং মোঃ শাহাবুদ্দীন রচিত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য ''নতুন নিয়মে বাংলো ব্যাকরণ ও রচনা'' (জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের উপযোগী) পুস্তকটির ৩০৬ ও ৩০৭ পৃষ্ঠায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রবন্ধ রচনার তথ্যাবলী নিম্নরূপঃ

তার আব্বার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং আম্মার নাম লায়লা বেগম।

শেখ মুজিবর রহমান সীমা ভাঙ্গা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাইমারী পাস করে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হন।

১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকহানাদার বাহিনীকে আক্রমণ করে পিছু হটিয়ে দেয়।

সাতদিন যুদ্ধ করে–পাকহানাদার বাহিনী পরাজিত হয়।

তিন বছর আট মাস দেশ শাসনের পর ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলায় এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হন।

পুস্তকটির উল্লেখিত তথ্যের সত্যতা, বানান, অসমাপ্ত বাক্য ও ভাষাগত মান সকল ছাত্রছাত্রী বা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের আদৌ কোন মেধাগত ভাল পথ লাভ ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সঠিক ইতিহাসের সাক্ষর বহন করবে কিনা বিষয়টি শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা ও বিশ্লেষণ করা একান্তভাবে কামনা করছি।

তমিজউদ্দিন আহমেদ,
ঢাকা পওর বিভাগ–২,
১৫৬–১৫৭, মতিঝিল,
৪র্থ তলা, ঢাকা–১০০০